R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of
our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

রিলিফ অফিসারের কাজীর বিচার !

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ব্লকে বাহাদিনগর গ্রামের কিছু যুবক দফরপুর অঞ্চলে জি আর বিলিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। সন্তোষ হালদারের নামে জি আর মঞ্জুরের অভিযোগ আনেন। জানান, সন্তোষের বিধবা পত্নীকে মঞ্জুরীকৃত ১২ কেজি গম থেকে ৫ কেজি দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করা হয়েছে। বি ডি ও অভিযোগ পেয়ে রিলিফ অফিসার নিখিল মণ্ডলকে অনুসন্ধান করতে আদেশ দেন। উক্ত অফিসার সন্তোষের বিধবা পত্নীকে অফিসে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি অভিযোগ টিপসহি করিয়ে নেন। পরবর্ত্তীতে বিচারে দোষী অঞ্চল প্রতিনিধিদের শাস্তি না হয়ে দেখা গেল সন্তোষের বিধবা পত্নীর রিলিফ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরোও অ ভযোগ পাওয়া যায় উক্ত গ্রামের অঞ্চল সদস্য নিজের মায়ের নামে বাড়ী তৈরীর একটি লোন মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন ও সেই টাকায় পাকা ঘর তুলেছেন। এদিকে গ্রামের গৃহহীন যাঁরা তাঁরা যে তিমিরে সে তিমিরে। সদস্য দিলীপ সরকার কিন্তু অসহায় কিংবা বেকার কোনটাই নন। এ সমস্ত দেখে সাধারণ ভাবেই পরিচ্ছন্ন প্রশাসন সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে এবং প্রশাসনও যে দলবাজীর শিকার তা প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে আরোও কিছু উদাহরণ (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভারত বন্‌ধে এন টি পি সিতে সাড়া মেলেনি

নবারুণ পয়েন্ট ঃ গত ৩০ আগষ্ট ভারত বন্‌ধ সারা মহকমায় সর্বাত্মক হলেও ফরাক্কা এন টি পি সিতে প্ল্যান্টের সংরক্ষিত এলাকায় ২৯ আগষ্ট রাত্রি থেকে কর্মচারীদের থাকা খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা করায় প্রায় ৮০% কর্মী কাজে উপস্থিত ছিলেন। সে তুলনায় ফরাক্কা ব্যারেজে উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। জি এম অফিসে ৫ জন, ওয়ার্কসপে ৬ জন ও লকগেটে ১৬ জন কর্মী মাত্র উপস্থিত হন। স্কুল, বাজার বিভিন্ন ঠিকাদারী সংস্থার অফিস এবং ডাকঘর সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। প্রতিটি অ ফসে পিকেটারদের উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে চোখে পড়ে। বিধায়ক আবুল হাসনাৎকে বিশেষ তৎপর হতে দেখা যায়। অফিস পাড়ার রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড করে মহিলা ক্যাডাররা বেঞ্চ পেতে বসে থাকেন। বাধা থাকার ফলে ইচ্ছুক কর্মীরাও অফিসে যেতে পারেননি। ৯-৩০ মিঃ নাগাদ জেনারেল ম্যানেজার ও কয়েকজন (৩য় পৃষ্ঠায়)

নাম কো ওয়াস্তে হোষ্টেল—আদিবাসী শিশুরা অনশনে

সাগরদীঘি ঃ সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির নেতৃত্বে এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের দেখাশোনার দায়িত্বে স্থানীয় ব্লকের নপাড়া ও শুষনীডাঙ্গায় আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য দুটি হোষ্টেল খোলা হয়। হোষ্টেল দুটির বাড়ী ভাড়া ছাড়াও মাসে ৩০ জন ছাত্রের জন্য ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অর্থাৎ দৈনিক মাথা পিছু ৩ টাকা আহারের জন্য বরাদ্দ আছে। টিফিন তো দূরের কথা ওই টাকায় শিশুদের দুবেলা ভাত ডালের সংস্থান করাও সম্ভব নয়। বিদ্যালয় অবর পরিদর্শক, ব্লকের তপশীল উপজাতি অফিসার, বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি যাঁদের উপর দেখভালের ভার তাঁরা এক বছর যাবৎ কোন মিটিং করেননি বা হোষ্টেলের অবস্থা কি তারও খোঁজ নেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ আইন (৩য় পৃষ্ঠায়)

সেশন শুরু হলেও ছাত্ররা বই পায়নি

বিশেষ সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক ও জুনিয়র হাই স্কুল থেকে বই না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। গত মে মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কোন স্কুলেই সরকারী বই দেওয়া হয়নি। ৩য় শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর নবগণিত মুকুল এখনও পঞ্চায়েতের হাতে এসে পৌঁছায়নি। পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বইগুলি সরবরাহ করার কথা। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এ ব্যাপারে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হলেও পার্টির নির্দেশে কিছু বলতে চাইছেন না। অভিভাবক (৩য় পৃষ্ঠায়)

যোগ্যতার মাপকাঠি শাসক দলের সমর্থন

আহিরণ ঃ সুতী ১নং ব্লকের ফতুল্লাপুর গ্রামে ফতুল্লাপুর কৃষি সমবায় সমিতি দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যানেজার নগেন মণ্ডল আকস্মিক দুর্ঘটনায় এক বছর আগে মারা গেলে তাঁর পদে জনৈক নগেন দাসকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সমবায় আইনে ম্যানেজারের যোগ্যতা হিসাবে অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট থাকা চাই। নগেন দাসের তা নেই। বয়স চল্লিশের উপর। সম্প্রতি উক্ত সমবায় সমিতিতে দলগতভাবে সি পি এমের প্রাধান্য চলছে। নগেন দাস সি পি এমের একজন অন্ধ সমর্থক হওয়ায় তাঁর যোগ্যতা না থাকলেও তাঁকে ম্যানেজার পদে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা চলছে বলে খবর। অন্যদিকে উক্ত সমবায়ে হিসাব-পত্রও বহুদিন থেকে হয়নি। এবং অনেক টাকা পয়সা নয়ছয় হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ভাদ্র বুধবার ১৩৯৬ সাল

মৈত্রী-সাম্য-সৌভ্রাত্র

বিবিধের মাঝে মহান মিলনের এই ধ্রুপদী আদর্শ ভারতীয় জীবনে, শুধু কথিত শাস্ত্র ভাষ্য নহে, নিকষিত সত্য। মহামানবের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে আসিয়াছে শক হূন দল, আসিয়াছে মোগল পাঠান। তারপর আসিয়াছে ইতিহাসের পথ ধরিয়া আরও কত কে। ভারতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে অভিন্নভাবে তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে—তাহাদের মত ও পথের ভিন্নতা থাকিলেও মূল লক্ষ্যের মধ্যে রহিয়াছে অভিন্নতা। বিভেদ ভুলিয়া ভারতবর্ষ একটি বিরাট হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' হওয়া সত্ত্বেও এই ভারতবর্ষের মাটিতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে মিলন মৈত্রীর সেতু বন্ধনের নিরলস প্রয়াস। সকল ধর্মের মৌল কথা হইল—প্রেম, করুণা এবং মৈত্রী। ইহার প্রতিক্রিয়াশীলতা হইতে জন্মগ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের সংকীর্ণ অনুদার চেতনা হইতে ইহার প্রজনন। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি আত্মাভিমান পরমত অসহিষ্ণুতা, এবং অন্ধ গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সূতিকাগার। মনের জমিনে উপ্ত করে বিষবৃক্ষের বীজ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভেদবুদ্ধি সাধারণ মানুষের অশিক্ষা কুশিক্ষার সুযোগ লইয়া, তাহাদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে মূলধন করিয়া বিদ্বেষ, সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোন সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ কখনই ইহাকে সমর্থন করেন না বা করিতে পারেন না। ধর্মে ধর্মে লড়াই, বর্ণে বর্ণে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ—মনুষ্যত্বের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে। সবার উপরে মানুষ সত্য। পথের ও মতের পার্থক্য বৈচিত্র্য থাকিতেও পারে কিন্তু লক্ষ্য বস্তুও তো ভিন্ন নয়। ভারতবর্ষের সাধনা একের সাধনা। সেই সাধনায় কোন গণ্ডী নাই, নাই গোঁড়ামির স্থান। আবহমান কাল হইতে এই দেশের মাটিতে এবং জলহাওয়ায় লালিত হইয়া আসিতেছে এই চিন্তাধারা এবং সত্যটি। আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ কিছু স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সকল দেশে, সকল কালেই থাকে। তাহারা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কখনও কখনও মাথা চাড়িয়া উঠে। আমাদের সতর্ক সচেতন দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একদিন ভ্রাতৃত্ববোধে ফাটল ধরাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল—শুধু আমাদেরই অশিক্ষা, সংকীর্ণ চিত্ত এবং ধর্মান্ধতার গলিপথ দিয়া। আজ যখন আমরা সুসভ্য মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের অপেক্ষায় রহিয়াছি তখন তাহারই প্রাক্কালে একবার উচ্চারণ করি "এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।" নির্মোহ চেতনার উদ্ভাসিত নির্মল আলোকে দৃষ্টি এবং মননে সঞ্চিত গ্লানি, আবিলতা গোঁড়ামির অন্ধকার কাটিয়া যাউক। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার অবসান হউক। মানুষের অন্তরে অন্তরে গড়িয়া উঠুক এই সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুর্গ। শ্রেয়োবোধ এবং প্রেয়োবোধে উদ্বোধিত হউক জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনগণ চিত্ততল দেশে। নজরুলের কবিতায় শুনিতে পাওয়া যায় সেই সাম্যবাদী শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর; দেখিতে পাওয়া যায় সেই চিরন্তন সত্যের মহিমময় প্রকাশঃ

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব
সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা,
খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম,
সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল
সকলের দেবতার।'

নেতার লক্ষণ

দুর্মুখ

[বহুকাল পর মহাভারতকার ব্যাসদেবের আদেশে কলম ধরিলাম। তিনি বলিলেন—বৎস দুর্মুখ জনমেজয় বৈশম্পায়ণ কথা জনগণকে উপহার দিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা কর। ব্যাসের বচন রক্ষাকল্পে ইহ প্রথম কিস্তি।]

জনমেজয় বৈশম্পায়ণকে প্রশ্ন করিলেন—মহাত্মন্, আপনি বলিলেন কলিতে ধর্ম্মের ত্রিপাদ অবলুপ্ত হইয়া মাত্র একপাদ অবশিষ্ট থাকিবে। সেই দৃশ্য একপাদ ও মাঝে মাঝে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় ধোঁয়াশা ছড়াইবে। মনুষ্যকুল ধর্ম্ম নির্দেশিত ঈশ্বরতত্ত্বকে ভাববাদ বলিয়া বিদ্রূপ করিবে। তাহারা বস্তুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িবে। হে মহাত্মন! কলিযুগে ধরার মানুষ কেমন হইবে বর্ণনা করিয়া কৃত কৃতার্থ করুন।

বৈশম্পায়ণ কহিলেন—কলির প্রথম ভাগের পাঁচ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সমগ্র পৃথিবীতে নব্য এক মানবকুলের আবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহাদের মধ্যে কূটকৌশলী, নীতিহীন, স্বার্থপর, ভোগী মানুষেরা নেতা বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি। আপনি শ্রবণ করুন। ইঁহারা কেউই বিগত যুগের মহান নেতৃবৃন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তিতিক্ষায় মহৎ হইবেন না। রঙীন চটকদারী বাক্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহাদের নেতা হিসাবে গণ্য হইবেন। তাঁহারা বিগত যুগের নেতাদের ভাববাদী ও শোষণের হোতা বলিয়া অভিহিত করিবেন। এই সকল নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিংশ শতকের শেষ ভাগে যাঁহারা জননেতা হইবেন তাঁহাদের স্বরূপ কি হইবে শ্রবণ করুন। তাঁহারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক সর্বক্ষেত্রেই ভেজাল মিশ্রণের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিবেন। খাদ্যদ্রব্যে, এমন কি প্রাণদায়ী ঔষধেও ইঁহারা ভেজাল মিশাইয়া শুধুমাত্র অর্থের দাসত্ব করিতে শিখিবেন। নূতন নূতন মারণাস্ত্র নির্মাণ করিয়া রুদ্ররূপে জগতের ধ্বংসের কারণ হইবেন। যুবক যুবতীদের সর্বনাশা ড্রাগসের নেশায় ডুবিয়া থাকিতে শিক্ষা দিবেন। ঘুষ বা উপঢৌকন দেওয়া নেওয়ায় তাঁহারা হইবেন সিদ্ধহস্ত। মানুষের গৃহে খাদ্যবস্ত্রের অভাব সৃষ্টি করিয়া আপন আপন গৃহে টি ভি সেট, ফ্রিজ, কোচ-আলমারি প্রভৃতি সুদৃশ্য বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করিতে দ্বিধা করিবেন না। সর্বহারার এই নেতারা ত্যাগী হইতে নীতিবান হইতে অপরকে উপদেশ দিবেন, কিন্তু নিজে কোন নীতিরই ধার ধারিবেন না। এমন কি পাছে অপরের মনে আঘাত লাগে তার জন্যে তাহাদের দেওয়া যে কোন দামী উপঢৌকন গ্রহণে ইতস্ততঃ করিবেন না। বৈশম্পায়ণ কহিলেন—হে মহান মনোসংযোগ দিয়া শ্রবণ করুন নেতার প্রকৃত লক্ষণ কি হইবে। যাঁহারা স্ত্রীর নিকট বাধ্য স্বামী, শান্ত স্থির, বাক্যে নম্র, পরিষদবর্গের বা বন্ধুবর্গের নিকট সরব, মাঠে ময়দানে, বক্তৃতামঞ্চে মাইকে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া বাক্যবান বর্ষণ করিবেন, তাঁহারা নেতা, যিনি অপরকে নীতিবাগীশ শিক্ষা দিবেন, কিন্তু নিজে নীতিহীন কার্য্যেরত থাকিবেন তিনি নেতা। যিনি জনগণের ভোটাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবার প্রাক মুহূর্তে জনদরদী ও নির্বাচনের পর মুহূর্তে সকলকে বিস্মৃত হইবেন তিনিই নেতা। মন্ত্রী বিধায়ক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যিনি সুকৌশলে পদের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করিবেন ও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাষ্পীয় শকটে কিংবা আকাশ যানে বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণ করিবেন, (৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নেতার লক্ষণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বড় বড় শহরে তারকা মার্কা হোটেলে বিশেষ বিশেষ খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণে সঙ্কোচবোধ করিবেন না, তিনি নেতা। পদের প্রভাব কাজে লাগাইয়া যিনি আপন সন্তানগণের কিংবা আত্মীয়স্বজনের বিভব বাড়াইবার পথ করিয়া দিবেন, তিনিই নেতা। নির্বাচন প্রাক্কালে জনসভায় যিনি বক্তৃতায় প্রাতশ্রুতির বন্যা বহাইয়া দিয়া নির্বাচনের পর একটি প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করিবেন না, তিনিই নেতা। যাঁহার নীতি বা দলের প্রতি আনুগত্য থাকিবে না, কিন্তু দলের সকলের তাঁহার প্রতি আনুগত্য যিনি কামনা করিবেন, তিনিই নেতা। যিনি গোপনে আপন আখের গুছাইতে অপরের কি ক্ষতি হইল চিন্তা করিবেন না, তিনিই নেতা। যিনি দলের অধস্তনদের সাথে একাসনে বসিয়া লোক দেখানি বিড়ি ফুঁকিবেন, মাটির ভাঁড়ে ভাগাভাগি করিয়া চা খাইবেন, কিন্তু আপন গৃহে ফিরিয়া দামী সিগার, উৎকৃষ্ট চা ও আরাম কেদারায় শুইয়া পেগে বিলাত মদ্য সেবন করিবেন তিনিই প্রকৃত নেতা। অপরকেহ তাঁহার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দিলে যিনি ঐ সমস্তকে প্রাতক্রিয়াশীল কার্য্য বলিয়া গর্জন করিবেন, তিনিই নেতা। [ষষ্টিমধুর রচনাশৈলী অনুকরণে]

কাজীর বিচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া প্রয়োজন। জগদানন্দবাটীর চন্দ্র মণ্ডলের পুত্র নিতাই মণ্ডল ১৩৯৪ সালে মারা গেছেন কিন্তু তিনি আজও জি আর পাচ্ছেন। দফরপুর গ্রামের অঙ্কুর রবিদাসের স্ত্রী বেলু রবিদাসের নামে এক বছর ধরে জি আর বিলি হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না বলে অভিযোগ। এই রকম চলছে ঐ গ্রামের সোলেমানের পুত্র সুবল সেখের, মোসলেমের স্ত্রী আরিয়া বেওয়া ও মুস্তাজের পুত্র ভুকা সেখের ক্ষেত্রেও। তাঁরাও কোন জি আর পান না এবং কিছুই জানেন না। প্রশাসনের প্রধানদের কাছে অভিযোগ করলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে আমরা সব বিষয়েই রাজনীতির অনুপ্রবেশ দেখতে পাই বলে অভিযোগ তোলেন। সেই সব প্রশাসনিক কর্তাদের জানাই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করেন তবে এ সব যে সত্য তা প্রমাণিত হবে। এবং সে ক্ষেত্রে আমরা যে মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রশাসনকে হেয় করতে চাই না তা পরিষ্কার হবে।

সাড়া মেলেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মী অফিসে যেতে গেলে পিকেটাররা বাধা দেন এবং শেষ পর্যন্ত বিধায়কের মধ্যস্থতায় কেবলমাত্র জি এমকে অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়। ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান ৩০ আগষ্ট ভারত বনধে ধুলিয়ানের সর্বত্র কাজ-কর্ম অফিস ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। কিন্তু কাঞ্চনতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। কিছু ছাত্র স্কুলে প্রবেশ করতে গেলে শিক্ষকরা বাধা দেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরদিন ৩১ আগষ্ট বিদ্যালয়ে প্রতিবাদে বনধের ডাক দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দশম শ্রেণীর শ্যামল ঝা, একাদশ শ্রেণীর আরিফুদ্দিন সেখ, রাকেশ ঘোষাল, সুপ্রিয় সরকার, দ্বাদশ শ্রেণীর টিপু সুলতান এবং নবম শ্রেণীর খাবির মহালদারকে প্রধান শিক্ষক শাস্তিস্বরূপ স্কুল থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। সাগরদীঘি থেকে খবর পাওয়া যায়, জনৈকা প্রসূতিকে প্রয়োজন সত্ত্বেও যানবাহনের অভাবে সেদিন মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত গ্রামেই নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হয়েছে বলে জানা যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানায় বা ছু রা ই ল গ্রামের একটি চায়ের দোকানকে জোর করে বন্ধ করতে গিয়ে সি পি এম সমর্থকদের হাতে দোকানের মালিক প্রহৃত হন। এই নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নওদা ও সাদিকপুরের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।

ছাত্ররা বই পায়নি!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও কিছু শিক্ষকের আরোও অভিযোগ, ৫ম শ্রেণীর যে ইতিহাস বইটি দেওয়া হয়েছে তা মানের দিক দিয়ে কচি ছাত্রদের উপযুক্ত নয়। তাতে দেশের চেয়ে বিদেশের কথাই বেশি আছে এবং রাজনীতির বিভিন্ন মতবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে চপলমতি শিশুদের মস্তিষ্ক ধোলাই এর কাজ করা হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন।

শিশুরা অনশনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অবশ্যই করার কথা। হোস্টেল সুপারের সাথে বি ডি ও র যে কোন কারণে মন কষাকষি চলছে। এ দিকে সমন্বয়ের অভাবে তিন চার মাস অন্তর খরচের টাকা সরকার থেকে পাওয়া যায়। ফলে বাজারে দেনা করে চাল ডাল ইত্যাদি কিনতে হওয়ায় দাম বেশি পড়ে। বর্তমানে সুপারের বেতন ২০০ ও কুকের বেতন ৬০ টাকা। ঐ টাকায় আজকের দিনে কারও জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে পেটের দায়ে তাঁরা অন্যত্র কাজ করতে বাধ্য হওয়ায় হোষ্টেলের কাজে অবহেলা দেখা দিচ্ছে। গ্রামের আদিবাসীরা আশা করেছিলেন তাঁদের শিশুরা অন্ততঃ লেখাপড়ার সঙ্গে দু'বেলা খেতে পাবে। কিন্তু সে আশায় ছাই দিয়ে ঐ প্রকল্প বানচাল হতে চলেছে। শিশুদের মুখের গ্রাস নিয়ে এই ধরনের গেণ্ডুয়া খেলার কারণ কি গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছেন না।

গৃহবধূর আত্মহত্যা

ধুলিয়ানঃ সামসেরগঞ্জ থানায় নিমতিতা হাটতলার গৃহবধূ ভারতী বিশ্বাস (১৭) গলায় দড়ি দিয়ে গত ২ সেপটেম্বর মারা যান। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাঁর উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতো বলে খবর। এই ঘটনায় ভারতীর স্বামী অসিত, শাশুড়ী ও দুই দেওরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ আনা হলে পুলিশ অসিত ও তার মাকে গ্রেপ্তার করে। বাকী দু'জন বেপাত্তা।

বোমার আঘাতে মৃত্যু

ফরাক্কাঃ গত ৪ সেপটেম্বর এই থানার ভবানীপুর গ্রামের জনৈকা রমণী ছাতু দাস (৪৫) বোমার আঘাতে মারা যান। খবর, অন্য দিনের মতো সেদিন স্থানীয় বাজারে চাল বিক্রী করে গ্রামেফেরার পথে বাড়ীর কাছে বেশ কয়েকটি বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

চালু প্রেস বিক্রয়

লালগোলা বাজারে চালু প্রেস মেসিন (বিদ্যুৎচালিত হাফ ডিমাই) ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বিক্রয় হবে। অনুসন্ধান করুন।

পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, লালগোলা।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা হাসপাতালের নিকট ইন্দিরা পল্লীতে ৫ কাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

মৈনাক মুখার্জী
পুরাতন কন্‌ট্রোল অফিস, ফাঁসিতলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

লোকশ্রুতি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'লোকশ্রুতি'-র দুটি সংখ্যা (সেপটেম্বর এবং ফেব্রুয়ারী) চলতি আর্থিক বছরে প্রকাশিত হবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য পাঁচ টাকা ধার্য করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি সংখ্যার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ আগামী ১০-৯-৮৯ তারিখের মধ্যে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে দশ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে পারেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর।

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN ; 742 236

Name of work : Invitation to bid for centralised water treatment plant and associated water supply system for field hostel complex & Ty. Township of Farakka Super Thermal Power Project.

(DOMESTIC COMPETITIVE BIDDING)

Scope of work :

Design, engineering, manufacture, inspection and testing at supplier's/manufacturer's works, packing, transportation to site, unloading, storage and handling at site, erection including associated civil construction, testing including succesful completion of performance guarantec tests, complete commissioning and handing over to NTPC of the system in operational condition. This includes civil/structural, mechanical & electrical works.

System description in brief :

System capacity is 2300 M^3/day of filtered water which shall be obtained by pumping raw water from Farakka feeder canal, chemical dozing, clariflocculation, clarified water pumping system, pressure sand filters, filtered water storage and distribution system by 3 Km. (approx) of burried C. I. piping to 30M high overhead storage tanks at various locations.

Specification no. : FS : FES : SPEC ; 62 : 89, N. I. T. no. FS : 43 : CS : 3026/T-71/89.
Completion time for the entire work : 24 months from the date of issue of LOA.
Bid guarantee : Rs. 50,000/-. Cost of tender documents : Rs. 500/-
Document sale date : 21st August 1989 to 20th September 1989.
Due date and time of receipt of tender ; 3rd October upto 14-30 hours.
Opening date and time : 3rd October at 15-00 hours.

Scope of work given is only indicative. Detailed scope has been described in bid documents.

Qualifying requirements for bidders :

The bidder shall have supplied and executed water treatment plant of similar nature and capacity and shall have supplied and erected pipes not less than 3,0 km, in length of size 250mm NB or above as on date of bid opening.

As an evidence of meeting qualifying requirements, the bidder shall submit the name of purchaser, capacity of plant, nature of work, value of contracts already handled, being handled till date, dates of commissioning with perfoamance certificates from the purchaser, latest IT/ST clearance certificates alongwith the application for tender paper.

The bid documents can be obtained from the office of Deputy Manager (Contracts) at the address mentioned above between 9-00 hrs. to 12 hrs. and 15-00 to 16-00 hrs, on all working dates within the sale dates mentioned above by payment of the specified cost of documeuts by cash/crossed demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' Fayable at Farakka. Tender documents shall be issued in person and will not be sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
FSTPP/NTPC

মহকুমা ফুটবল প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর মহকুমায় বহু বছর পর আবার প্রশাসনিক তৎপরতায় ক্রীড়া কমিটি তৈরী করে ধূমধামের সঙ্গে আন্তঃ জেলা জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর খেলা শুরু হয়েছে চলবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যোগ দিচ্ছে মালদা, নদীয়া, চন্দননগর, মেদিনীপুর, পঃ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণা ও দার্জিলিং। ম্যাকেঞ্জী সংলগ্ন মাঠে খেলাগুলি পরিচালিত হচ্ছে। অনেককাল পর ক্রীড়া রসিক জনমণ্ডলী উদ্বেলিত হৃদয়ে পরিচালক কমিটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই মহকুমা চিরকালই ফুটবল খেলাকে ভালবেসে এসেছে। সুপ্রাচীন যুগে কাঞ্চনতলার (বর্তমান ধুলিয়ান) জমিদারদের পরিচালিত 'কাঞ্চনতলার কাপ' ছিল জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা। প্রয়াত নলিনীকান্ত সরকারের গাওয়া 'কাঞ্চনতলার কাপ' গানটি সেকালের মানুষের প্রাণের গান ছিল। এখনও কানে বাজে "সে ফিনাল নইরে মামু গরুর পোকামারি/শেষ খেলাকে কয় যে ফিনাল ফুটবল খেলোয়ারী।" বাংলা ১৩২৪ ইংরাজী ১৯১৭ সালে নিমতিতার জমিদারদের সৌজন্যে নিমতিতায় জেলাভিত্তিক ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে 'নিমতিতার শিল্ড' ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। সে সম্বন্ধে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর ৪র্থ বর্ষ ২৩শ সংখ্যায় দাদাঠাকুরের নিজস্ব রচনা 'নিমতিতা কা ঢাল' প্রকাশিত হয়। আজকের ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা মুহূর্তে সেই রচনাটি প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

—সম্পাদক

'নিমতিতা কা ঢাল'

ধূয়া—তোম্ লোগ্ ঝট্ পট্ আওনা ভেইয়া
শুন নিমতিতা কা মজা।

Preface

নিমতিতাকা নয়া টিশন্ সে পাঁয়দল থোড়া দূর—
জিমদার লোগ্ কা কোঠিকা নজদীগ তামাসা ভরপুর।
হর বরিষ হোরিমে হিঁয়া ধুম হোতা হৈ ভাই,
অব্ লাগায়া বাবুলোগ সব ফুডবলকা লড়াই।
দেশ দেশমে ছাপা কারকে ভেজা ইস্তাহার,—
"লড়াই জিত্তো ঢাল লে যাও জবরদস্ত খেলোয়াড়।"
(লেকেন) "আপন তাগদসে খেল ন হোগা" লিখা এহি খবর,
"কেরায়া কারকে আদমী লানেসে হো যাগা গরবর।
পাঁচো আদমী বৈঠ্ বৈঠ্কে কানুন কিয়া মঞ্জুর—
"দলকো দল সব ভগাই দেগা যব্ দেখেগা কসুর।"
সবসে বঢ়িয়াঁ খেলোয়াড় দলকো ঢাল-তক্‌মা বকসিস্,
"আ যাও খেলোয়াড় নাম লিখা দেও তিন তিন রূপেয়া ফিস্।
খেল জিৎকে চাঁদীকা ঢাল লে যাও আপনা ডেরা,
সিন্‌কো ঢাল উনকোই রহেগা, তিন মাহিনা তেরা!"
এহি লালচ সে দেশ দেশসে জুট গিয়া বাঙ্গালী,
বে-ভরোয়ারসে বন যায়েগা তিন মাহিনাকা ঢালী।
লনসুখ আয়া, আহিরণ আয়া, আয়া ধুলিয়ান,
জঙ্গিপুরকা দোঠো আয়া, আন্তপুর পহলয়ান।
বাহার কা দল এহি ছেঠো আউর কোই ন আয়া,
খালি এক নিমতিতা মোকানমে ছেঠো দল বনায়া।

First Round

Y. M. A. C (5) Vs Lessor Corpus (1)

পহেলি পাল্লা শুনহো ভেইয়া, কা তাজ্জব কি বাৎ,
বাচ্চা বাচ্চা লেড়কা খেলা, বড়ে জোয়ানকি সাথ।
বকরী কভি শেরকা সাথ লড়াই জিৎনে সেকে,
বাচ্চা লোক পাঁচ দফে হারা, একঠো পালটি দেকে।
বাচ্চা লোক এক পাহাড় জিৎকে হুয়া বড়ী দিলখোস,
পাঁচ পাঁচ দফে জিতা, তভি জোয়ানকা আপশোষ।
ছোটা ছোটা বাচ্চা লোগসে মৎ লড়ো জোয়ান,
জিৎনা মে কুছ নাম নেহি ভাই, হঠনা মরণ সমান।

J. A. M. U. Club (0) Vs Nimtita School A (2)

জেহেলিনগর একট্ঠা হুয়া আহিরণ কা সাথ,
জে, এ, এম, ইউ কহতা উস্কো, ক্যা আংরেজী বাৎ।
নিমতিতাকা 'এ' মার্কা ইস্কুল কা পঢ়ুয়া,
আহিরণবালাকা সাথ উনকো পাল্লা হুয়া।
আহিরণবালা ছেঠে খেলোয়াড় কেরায়া কারকে রাখা,
চুটকী সাফ্‌সে খেল গয়া কোই পাকাড়নে নেহি সাকা।
বেধরমকা কাম করকে পাপ হুয়া সাঞ্চিৎ,
দো পাটকান খাকে উস্কো হো গয়া প্রা'চিৎ।
হারনেওয়ালা খেলোয়াড় কা দুখ ক্যা কহেগা ভাই,
রোতে রোতে খানে লাগা কচৌড়ী মিঠাই।

Jangipur Young Team (0)
Vs
Nimtita School B (2)

জঙ্গিপুর কা ছোটকা দলসে নিমতিতাকী "বী",
ভাতুয়া জঙ্গিপুর বালা ক্যা লড়েগা জী।
ঢাল জিতেগা এহিলালচসে, বজরা লেকে আয়া,
হিলকা মৎলব দিলমে রহা, দো দো পাটকান খায়া।
ক্যা কহেগা জঙ্গিপুরকা কপাল বড়ী বুরা,
একঠো আদমী লায়া উন্‌কো মোকাম বঢ়মপুরা।
বেচারাকা উপর দেখে গররাজী ভগবান,
পহেলা দফে খেল করকে হো গয়া হালকান্।

III—Feeling of the Ganges

হিন্দুস্থানমে বিলাইতী খেল কৌন লে আয়া ভায়ি,
এহি খেলকা বাদী হুয়া আপনে গঙ্গামায়ী।
জোর বরখা লাগা দিয়া হায়, ভেজ দিয়া হায় বান,
দহসৎ হুয়া মায়ীকা কোপসে, বুড় যাগা ময়দান।
আখড়া উঠাকে দোসরা জাগা লে গিয়া মালিক,
উসি বাস্তে এহি খেলকা উলট গিয়া তারিখ।
কলি যুগমে দেব লোগসে আদমী বুধিমান,
অপমানকা শঙ্কা কারকে হঠা লিয়া হায় বান।

Nimtita Town (0) Vs Dhuliyan Town (1)

ধুলিয়ান টৌন্ আগয়া হায়, চঢ়কে ভিঙ্গি নাও,
নিমতিতা টৌনসে পাল্লা কৌন দেখেগা আও।
বড়ী জোরসে নিমতিতাসে খেল কিয়া ধুলিয়ান,
(মগর) কোই না হারা কোই না জিতা দোনো হুয়া সমান।
দুসরে রোজ ফিন ময়দান মে নিততিতা টৌন আয়া,
আধা ঘণ্টা দের করকে ধুলিয়ান পৌঁছায়া।
টিসমিস হুয়া ধুলিয়ানওয়ালা হোকে গড়হাজির,
ফিন খেল খেলনেকে ওয়াস্তে কিয়া হায় তদবীর।
পরয়োজ সাবেরে খেল করনে মিল গিয়া হুকুম,
নিমতিতাসে ধুলিয়ান কো ফিন লাগা খেলকা ধুম।
নিমতিতাকো টৌনওয়ালা খারাপ কিয়া এক কাম,
বঢ়রমপুরসে এক খেলোয়াড় লায়া পছাস্তে উনকো হাম।
সাচ বয়াবর পুপ নেহি হায়, ঝুট বরাবর পাপ,
পাপ করনেসে উস্কি নাশ হোগা আপসে আপ।
নিমতিতা টৌন ধুনিয়ান টৌনসে এক বাজীমে হারা,
খেলৎ খেলৎ উবান্ত কিয়া এক খেলোয়াড় বেচারা।
অব্ দেখতে হেঁ মুরুসুদাবাদমে বহুৎ হুয়া হায় টৌন,
বিলকুল বস্তী টৌন হোনে সে গাঁও রহেগা কৌন্॥

গুলিতে আহত

অরঙ্গাবাদ ঃ সমসেরগঞ্জ থানার নিমতিতা হাটতলায় গত ৪ সেপ্টেম্বর সকালে সুতী থানার হাসানপুর গ্রামের সামশুল হককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে সেখান থেকে বহরমপুরে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দু নম্বরী ব্যবসায়ে পার্টনার বাবলু সিং ও রতন চ্যাটার্জীর সঙ্গে বখরা নিয়ে সামশুলের গোলমাল বাধে। তারই পরিণতিতে এই হত্যার চেষ্টা।

দু'জন খুন

সাগরদীঘি ঃ গত ৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় থানার ইসলামপুর (গৌরীপুর) ঘাটে মোমতাজ সেখ ও রব্বানী সেখ (লবা) খুন হয়। পুলিশ তদন্তে গিয়ে মোমতাজের লাশ ওই ঘাটের ধার থেকে উদ্ধার করে। রব্বানির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশের সন্দেহ তাকেও খুন করা হয়েছে। জানা যায় লালগোলা থানার সীতেশনগর গ্রামের দুটি পরিবারের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই বিবাদে ১৯৭৮ সালে মোমতাজ সেখের ভাই এনতাজ খুন হয়। তার বদলা হিসাবে ১৯৭৯ সালে অপর পক্ষের একজন খুন হয়। উভয় পরিবার থেকেই বিভিন্ন অভিযোগ সায়ের করে লালগোলা ও সাগরদীঘি থানায় বেশ কয়েকটি কেস করা হয়। মুর্শিদাবাদের এডিশনাল এস পির নির্দেশে সীতেশনগর ঘাটে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

স্কুলের দু'বছরের পুরস্কার এ বছরে দেওয়া হলো!

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ের গত দু'বছরের পুরস্কার বিতরণ স্কুলের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের জন্য বন্ধ ছিল বলে জানা যায়। শিক্ষকদের মধ্যে দুটি দল ও তাঁদের প্রকাশ্য বিবাদের ফলে পুরস্কার বিতরণ উৎসব করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ বছর যদিও উৎসব হলো, তবু তা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিজের বক্তব্য রেখে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকও এলেন, বক্তব্য রাখলেন, চলে গেলেন। শেষে জেলা শাসক আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের অনুপস্থিতিতেই পুরস্কার বিতরণ করে সভা শেষ করেন। এ রকম ছন্নছাড়া উৎসবের অনুষ্ঠানে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানা যায়।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।
দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

'দমাদম মস্ত কালান্দর'
লিমকা-র তো
পয়লা নম্বর!
লিমকাঃ
ভারতের ১ নম্বর সফ্‌ট ড্রিংক
ARTIFICIALLY FLAVOURED. CONTAINS NO FRUIT JUICE OR FRUIT PULP.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।